আমার ডায়রীর পাতা থেকে :১৩
ফেব্রুয়ারী ২০০০

নুরুজ্জামান মানিক

ফ্রীল্যান্স সাংবাদিক
কলামিস্ট, প্রাবন্ধিক।

পুরনো বই গোছাতে যেয়ে আমার একটি নোটবুক পেলাম ২০০০ সালের । দেখলাম সেখানে অধ্যাপক আহমদ শরীফ স্যারের কথা আছে। তাই মুক্তমনা ও সাতরং এর পাঠকদের সাথে শেয়ার করার জন্য আমার ডায়রী থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারির পাতার লেখা হুবহু তুলে
দিলাম।

আজ ১লা ফাল্গুন।ঋতুরাজ বসন্তের ১ম দিন। বসন্তের গানে মুখরিত হয়েছিল আকাশ,বির্বন পুরনো পত্রবল্লব ত্যাগ করে বৃক্ষ নিশ্চয় হয়ে উঠেছিল নবীন কমল কিশলয়ে।

কিন্তু আগেই জেনেছিলাম জনকণ্ঠের 'অপরাজিতা' পাতার সম্পাদক কবি শান্তা মারিয়ার কাছ থেকে 'এবার হলুদ শাড়ী পরে বসন্ত উদযাপন করা হবে না।গতবছর ৩১ শে ডিসেম্বর রাতে টিএসসি তে বাধনের লাঞ্চনা তথা মধ্যযুগীয় ব্বর্তার চুরান্ত দৃস্টান্ত ঘটার প্রেক্ষিতে প্রতিবাদ হিসেবে এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যোয়লয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ কালো শাড়ী পড়বে' ।

আজ বিশিষ্ঠ বুধিজীবী *অধ্যাপক আহমদ শরীফ* স্যারের ৮০তম জন্মদিন। গতবছর তিনি আমাদের ছেরে চলে গেছেন । 'স্বদেশ চিন্তা সংঘ' কর্তৃক তার জন্মদিন পালনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বিকালে টএসসি'তে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।

যথা সময়ে যোগ দিলাম এই আয়োজনে। স্যারের শ্রদ্ধাঙ্গলী/মন্তব্য খাতায় লিখলামঃ 'জ্ঞানের গভীরতায়,মৌলিক চিন্তায়,মুক্তবুদ্ধির চর্চায় এবং সর্বোপরি মানবতাবাদ প্রচারে অধ্যাপক ড.আহমদ শরীফ ছিলেন এদেশে এক উজ্জ্বল জোতিষ্ক। জীবিতকালে তাকে উপলব্ধি করতে পারিনি বলে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছি।'
--নুরুজ্জামান মানিক ,লেখক-সাংবাদিক।

এরপর বইমেলায় গেলাম । আগামীর স্টলে *অধ্যাপক ড.হুমায়ুন আজাদ* স্যারের সাথে দেখা হলো কিন্তু তেমন বিশেষ কথা হল না । বেশকিছু বই কেনার জন্য নির্বাচন করলাম তবে আজ নই পরে কিনব। আজ শুধু কিনলাম নতুন প্রকাশিত অধ্যাপক আহমদ শরীফ এর 'বিশ শতকে

বাঙ্গালী ’ নামক পুস্তিকাটি যেখানে তিনি নিরপেক্ষ ও বিহগ দৃস্টিতে সংখিপ্তভাবে বিশ শতকের রাজনীতি,শিক্ষা,শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রভৃতি সকল দিকই তুলে ধরেছেন।